অনুরণন

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2347-8055
Vol. 9 - 2021

চাক ভাঙা মধু:সমাজের দর্পণ

ড: সোমদত্তা ঘোষ(কর)

সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences
Vol.9 originally published online November 2021

The online version of this article can be found at: http://www.arunananjournal.org/

Published by
অনুরণন
www.anurananjournal.org

Additional services and information for
Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences can be found at:

About the Journal: http://www.anurananjournal.org/about-us/
Editorial Board: http://www.anurananjournal.org/editorial-board/
Submission Guidelines: http://www.anurananjournal.org/submission-guidelines/
Contact: http://www.anurananjournal.org/contact-us/

© 2021 Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

চাক ভাঙা মধু:সমাজের দর্পণ

ড: সোমদত্তা ঘোষ(কর)
সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার

১৯৬০ এর প্রেক্ষিতে শুরু হয়েছিল এক নতুন রীতির নাটক।যদিও নাটকে পালাবদলের যাত্রা স্বাধীনতার পর থেকেই বিজন ভট্টাচার্য,উৎপল দত্ত,বাদল সরকার,মোহিত চট্টোপাধ্যায় এর হাত ধরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। থিয়েটার রীতি নিয়ে নতুন নতুন গবেষণা শুরু হয়েছিল।এমন ই এক সময়ে নাট্যকার মনোজ মিত্রের আবির্ভাব(১৯৩৮)। ১৯৫৯ সালে 'মৃত্যুর চোখে জল' মনোজ মিত্রের লেখা প্রথম নাটক।যদিও তার আগে সুন্দরম নাট্যদলে তাঁর দুটি নাটকে অংশগ্রহণ হয়ে গেছে।তিনি সমাজসচেতন শিল্পী। সমকালীন সাধারণ শোষিত মানুষের জীবনযন্ত্রণা,সংগ্রাম,অস্তিত্বসঙ্কট,বাদ প্রতিবাদের চিত্র তঁার নানা নাটকের বিষয় হয়ে উঠেছে। তেমন ই ভাবে চরিত্ররা জীবন্ত হয়েছে তাদের সংলাপের মাধ্যমে।এমন ই এক নাটক 'চাক ভাঙা মধু'(১৯৬৯)। আলোচ্য গবেষণাপত্রের লক্ষ্য হল সমাজের দর্পণ রূপে এই নাটক কিভাবে শোষক শোষিতের দ্বন্দ্ব,সমাজভবনা,গণসংগ্রামকে তুলে ধরেছে।

১৯৪৩ খ্রি: ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠায় বাংলা নাট্যজগতে এক পালাবদলের ভাবনা সূচিত হয়েছিল।এটি ছিল বামপন্থী দলগুলোর নেতৃত্বে পরিচালিত থিয়েটার শিল্পীদের সংগঠন।সাম্যবাদী সমাজভাবনার আদর্শে রূপায়িত হচ্ছিল নানা নাটকের প্রেক্ষিত।যুদ্ধ,মন্বন্তর,দাঙ্গা,স্বাধীনতা লাভ,দেশভাগ প্রভৃতি ঘটনাগুলি যেমন ভারতবাসী,বাঙালির জীবনকে এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দঁাড় করিয়েছিল,তেমন ই জোতদার,কালোবাজারীদের লোভ আর শোষণের চাপে নিষ্পেষিত হতে হচ্ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে।এইসকল সঙ্কট উঠে আসতে থাকে নানা নাটকে।তবে ৫০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় কলকাতায় গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পর্ব থেকে প্রতিবাদী নাটকের ভাবনায় কিছুটা পরিবর্তন আসে।বহুরূপী,এল.টি.জি,ক্যালকাটা থিয়েটার ৫০ এর দশক ব্যাপী কাজ করছিল।এই দশকের শেষ পর্বে এল শৌভনিক,সুন্দরম,গন্ধর্ব।৬০ এর দশকের শুরুতে নান্দীকার।''তখন একটা বিশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে নাটকের মধ্যে উৎসারিত সমাজ সচেতনতার প্রকাশ কখনোই নির্ধারিত মার্কসীয় চেতনার অনমোনীয় প্রয়োগে চিহ্নিত হবেনা। বরং ব্যক্তির বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ আলো ফেলবে জীবনের গভীরে।তাহলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে সৎ নাটকের মূল।"১এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় ষাটের দশকে কয়েকজন নাট্যকার তঁাদের নাটকে সমকালীন সমাজ ভাবনাকে সচেতনভাবে নিজস্ব আত্মানুসন্ধানের

আলোকে উপস্থাপিত করেছিলেন।তঁাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাদল সরকার,মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং মনোজ মিত্র।

মনোজ মিত্র বলেছিলেন---"ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে যঁাদের থিয়েটারে আসা,অথবা অন্য কোনো বৃহত্তর নাট্য পরিকল্পনার শরিক হয়ে বা নিবিড় অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যঁারা থিয়েটারে এসেছিলেন,তঁাদের তুলনায় আমি থিয়েটারে এসেছিলাম একেবারেই অপ্রস্তুত অবস্থায়।প্রথম নাটক লেখবার আগে আমার নাট্য রচনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল না।ছোটগল্প লিখতে লিখতে হঠাৎ করেই নাটকটা লিখে ফেলি।"২তিনি এমন একজন নাট্যকার ,যাঁর নাটকএকইসঙ্গে গ্রুপ থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে,আবারপেশাদার,অফিসক্লাব,পাড়ার থিয়েটার মঞ্চেও অভিনীত হয়েছে।উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল চাক ভাঙা মধু,নরক গুলজার,সাজানো বাগান,দম্পতি,কেনারাম বেচারাম,দেবী সর্পমস্তা,দর্পণে শরৎশশী ইত্যাদি।এইভাবেই বর্তমান সময় পর্যন্ত লিখেছেন ,লিখে চলেছেন অজস্র কালজয়ী নাটক।তিনি নাটকে এক নতুন ঘরানা সৃষ্টি করেছিলেন।"হাসির এক অমলিন আবহাওয়া,তার ই পাশাপাশি হার না মানার অদম্য আকাঙ্খা নাটকের একটা আলাদা ঘরানা তৈরি করলো---যেখানে মানবিক সম্পর্কের অনুধাবনে বা সমকালের সংকটের বিশ্লেষণে খুব বেশি মননশীল চর্চার প্রয়োজন হয় না।সাধারণের বোধগম্যতার ওপর আস্থা রেখেই তঁার নাটকের প্রেক্ষাপট যেমন বাংলাদেশের জলহাওয়াকে চিনিয়ে দেয়,তেমনই নাটকের পাত্রপাত্রীরা তাদের সমস্যা,স্বপ্ন,বিষাদ,বেদনা নিয়ে আমাদেরই চেনা বাস্তবটাকে প্রত্যক্ষ করে তোলে।"৩ এমন ই এক নাটক হল আলোচ্য ''চাক ভাঙা মধু"(১৯৬৯)নাটক,যেখানে হাসির আবরণের আড়ালে সমাজজীবনের গূঢ় কঠিন সত্যকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার,অভিনেতা,অধ্যাপক মনোজ মিত্র।

'চাক ভাঙা মধু'নাটকটি'নেকড়ে'(১৯৬৮)নাটকের পর দ্বিতীয় সিরিয়াস নাটক।১৯৭১ এ এক্ষণ ৯ম বর্ষ,৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।পরে এটি ১৯৯৪ তেমনোজ মিত্র নাটক সমগ্র ১ম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়।এর প্রথম অভিনয় হয় ১৯৭২ এ বিভাস চক্রবর্তীর থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায় রঙ্গনায়।এটি হিন্দীতে ও বাংলায় অনুদিত হয়েছিল।হিন্দীতে নাম 'মধুকণ্ঠী সাঁপ'(অনুবাদক নূর জহীর),ইংরাজীতে "Honey from a Broken Hive"(Mousumi Roychowdhury).নাটকটি দুটি অঙ্কে বিভক্ত।নাটকে বিরতির দৃশ্য থাকলেও কোন দৃশ্যবিভাগ নেই।নাটকের বিয়বস্তুও সরলরৈখিকভাবে পরিবেশিত। এই নাটকে নাট্যকার শোষিত শ্রেণীর মানুষের বিদ্রোহের ছবিটি তুলে ধরেছেন।এই নাটকে মহাজন অঘোর ঘোষের অত্যাচারের পাশে শোষিত সম্প্রদায়ের বহুদিনের জমে থাকা ক্রোধ,তার প্রকাশ,পরিণতিকে নিয়ে নাটক বর্ণিত। হিংস্র,অর্থলোভী,নারীলোলুপ মহাজনের অত্যাচারে ওঝা পরিবারের মাতাল,মাতালের অন্তঃসত্ত্বা কন্যা বাদামী,জটারা অত্যাচারিত,সন্ত্রস্থ।ওারা হিংস্র সাপকে বশ করতে পারে.কিন্তু অঘোরের হিংস্রতাকে কাবু করতে পারে না।গরীব মুসলমান চাষি ফুকনাও এই অত্যাচার থেকে বাদ যায়নি।এমন সময় তাদের জীবনে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ এসে যায়।অঘোর ঘোষকে সাপে কাটে,তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী যদি না মাতলা মন্ত্রবলে তার বিষ নামায়।অঘোর ঘোষের মতো লোককে কি বাঁচানো উচিত,এই প্রশ্ন নিয়েই নাটকের শুরু।সে মারা গেলে তার অত্যাচার থেকে রেহাই মিলবে,এটা ভেবেইমাতলা, জটা ,ফুকনারা পুলকিত।এই সুযোগে তাদের সুদখোরের

বিরুদধে মনের জ্বালা মিটিয়ে নেওয়া যাবে,এটা ভেবেই তারা পুলকিত।যদিও শেষ পর্যন্ত কন্যা বাদামীর আন্তরিক উদ্যমে সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র দিয়ে মাতলা অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে তোলে।কিন্তু বেঁচে উঠেই অঘোর ঘোষ নিজমূর্তি ধরে।বীভৎস লালসায় সে অন্তঃসত্ত্বা বাদামীকে ভোগ করতে উদ্যত হয়।তার ডুলি বেহারারা ঘিরে ধরে মাতলাকে।অঘোরের পুত্র শঙ্কর ও রক্ষিতা দাক্ষায়ণী এই কুৎসিত ঘটনার সাক্ষী।বাদামী বোঝে তার সারল্যই এই অঘটনের মূল।তার হঠাৎ মনে পড়ে মধুর কলসির কথা।যেখানে তার বাপ রেখেছিল কালসাপ।সেই কলসি সে অঘোরের অধরে তুলে দেয়।কিন্তু সে জানতে পারে মাতলা আগেই সাপকে মেরে ফেলেছে।তখন সে প্রাণে বাঁচার তাগিদে হাতে তুলে নেয় সড়কি,অন্ধকারেই অঘোরের দিকে ছুটে যায়,তার দিকে সড়কি ছোঁড়ে,অঘোর বধ ঘটে।আর গ্রামবাসী বিক্ষুব্ধ জনতাচারদিক থেকে বলতে থাকে'মার মার শালারে মার মার।" শ্রেণীবিভাজিত সমাজে,গ্রামের সাধারণ নিপীড়িত মানুষের এ উল্লাস গণজাগরণেরউল্লাস। এই নাটকে শোষিতের বার্তার মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়েছে অসৎ শোষক শ্রেণীর পরাজয় ও অত্যাচারী মানুষগুলির গণ প্রতিবাদ,তাদের ঐক্যবদ্ধশ্রেণী সংগ্রাম ও জয়লাভ অর্জন।নাটকের সমাপ্তি অংশের প্রশংসা করে উৎপল দত্ত বলেছিলেন-"প্রাণের মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাদামী সড়কি চালায়.....বিপ্লবের গভীরতর তত্ত্ব মানুষের প্রতিষ্ঠা করতে হবে,প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।যাকে বলে সর্বহারার মানবতাবাদ।'চাক ভাঙা মধু' সেই মানবতাবাদে উপনীত হয়ে আমাদের শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছে।"৪

মাতলা,জটা,বাদামী,ফুকনা যেমন শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে,তেমনি অঘোর ঘোষ,শঙ্কর,দাক্ষায়ণী করেছে শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব।এই নাটকে উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হল মাতলা,জটা,বাদামী।অর্থাভাব তাদের নিত্যসঙ্গী।ক্ষুধার যন্ত্রণা যে কতটা অসহনীয়,তা এই নাটকে বিশেষভাবে উল্লিখিত।নাটকে দেখা যায় মাতলার হাতে ধরা পড়া গোখরো সাপটিকে তিনজনেই পুড়িয়ে খেতে চায় ক্ষুধার তারণায় এবং এর জন্য দায়ী অঘোর ঘোষ।বাদামী বলে-"খাবা না? কুনোদিন মুখে তুলিনি,কিন্তুক শশুর বাড়ি শুনিচি আগুনে ঝলসে নিলি...."এ নাটকে টুকরো টুকরো করে নাট্যকারতাদের বেদনার ছবি তুলে ধরেছেন।বাদামী গর্ভাবস্থায় খিদা সহ্য করতে পারেনা। তাই পেটের সন্তানের মৃত্যু কামনা করে। তখন তার পিতা মাতলা তাকে সান্তনা দিয়ে বলে-"...ঠিক তারে পৃথিবীর আলো বাতাস দেখায়ে দেবো আমি সে যখন দেখতি এয়েছে, তারে ফেরাবো না....."নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা শত অনটন সত্ত্বেও পরস্পরের সঙ্গে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ। মাতলা সহজ মনের চরিত্র। তাই অঘোর ঘোষের সাপে কামড়ানোর খবর শুনে সে উল্লসিত হয়,আবার মেয়ে বাদামীর পরামর্শে বাধ্য হয় অঘোরকে বাঁচাতে।তার দ্বিধান্বিত রূপকে বাস্তবায়িত করেছে আঞ্চলিক ভাষার অনবদ্য প্রয়োগ।তবে নাটকের প্রতিটি চরিত্রই স্বভাববৈশিষ্ট্যে জীবনত হয়ে উঠেছে ভাষার সুনিপুণ প্রয়োগের মাধ্যমে,সংলাপের মাধ্যমে।মাতলার সংলাপে ধরা পড়েছে তার সঙ্কটের ছবি—"কেডা জানে।আমার তো মনে লিচ্ছে আমি পড়ে গেচি শালা মহা ফাঁদে।নিজেরাও ঝাড়াতি পারবো না,অন্য লোকেরেও হাত দিতি দেওয়া চলবে না....তাতে যদি আার বেঁচে যায়।লোকটা মরতিও পিছনে শূল ঠেলেছে গো।"অথচ মাতলা দেখে অঘোরকে বাঁচানোর পর তার আবার অত্যাচার শুরু হলে সে নির্বাক হয়ে যায়।তাই বাদামি তাকে খুন করলে সে মেয়েকে এ কাজের জন্য অভিনন্দন জানাতে ভোলনি।তার অভাবের মধ্যেও রসবোধের পরিচয় ধরা পড়ে,যখন সে কলসী করে গোখরো

সাপ কে এনে মেয়েকে বলে তাতে আছে চাক ভাঙা মধু। মাতলার কাকা জটা র সঙ্গে বাদামীর কখনো হাল্কা রসিকতা,কখনো ঝগড়া এ রকম মিষ্টিমধুর সম্পর্ক।স্বামী পরিত্যক্তা বাদামী নমননীয়তা ও কাঠিন্যে ভরা চরিত্র।অভাব তার আত্মমর্যাদাবোধ,মনুষত্ববোধ কেড়ে নিতে পারেনি।তাই সংবেদনশীল বাদামী বাবাকে যেন বাধ্য করিয়েছে অঘোরকে বাঁচাবার,কিন্তু সে শুধরায়নি দেখে শেষপর্যন্ত তাকে হত্যা করেছে বাদামী।তার আন্দোলন শুধু ব্যক্তিগত আন্দোলননয়,তার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে গণ অভ্যুত্থানের জয়ঘোষণা।অঘোর ঘোষ মুনাফাবাজ,মহাজনদের যথার্থ প্রতিনিধি।সে অর্থলোলুপ,নারীর প্রতি লিপ্সা,লোভী,অসৎ। জীবনদায়ী মাতলার প্রতি কোন কৃতজ্ঞাবোধ নেই।শঙ্কর ও তার পিতার মতো ধুরনধর।পুজিবাদী শঙ্কর পিতাকে বাঁচাবার জন্য ভেক ধরে সর্পমন্ত্রের রেট জানতে চায়।এমনকি নিম্নশ্রেণী মাতলার ঘরের দাওয়ায় বসতে দ্বিধা করে না।এমন কি দাক্ষায়ণীকে বলে-"ভাবছি পিসি,এদের ঋণ যে কি করে মেটাবো।"দাক্ষায়ণী রক্ষিতা হয়েও যে ও তেজ দেখায় বাদামীদের কাছে,কিন্তু অঘোর ঘোষ নতুন শরীরের লোভে তাকে অসমমান দিয়ে দূর করে দেয়।মুসলমান চাষি ফুকনা মহাজনের অত্যাচারে অতিষ্ট। তাই সেও মৃত্যু কামনা করে।বেহারারা অঘোর ঘোষের অনুগত।

"দ্বন্দাত্মক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এ নাটকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত।.....মাতলা,জটা বাদামী,ফুকনাদের সঙ্গে মহাজন অঘোর ঘোষদের মানসিক দ্বন্দ্ব যে সর্বদা রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।"৫ বাস্তববাদী,সমাজসচেতক মনোজ মিত্রের এই নাটক নবনাট্যধারার উত্তরসূরী।তাঁর এই নাটকে শোষিত শ্রেণীর মানুষের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার চিত্রটি তুলে ধরেছেন।শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন তিনি,কিন্তু সেটা দেখাতে শিল্পরূপকে অস্বীকার করেননি।সমকালীন সমাজভাবনায় ভাবিত নাট্যকার দুর্বলতা কাটিয়ে সাধারণ মানুষের সংগ্রামকেই বারে বারে বিভিন্ন নাটকে দেখাতে চেয়েছেন।"তাদের(জটা ও মাতলা)শ্রেণির প্রতিবাদ ও ক্রোধ তাদের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হতে চায়,কিন্তুমনোজ মিত্র সেটা ধীরে সুস্থে,জটা-মাতলা-বাদামীর নানা মজাদার ও বিপন্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে তৈরি করেন,দর্শক বা পাঠকের মাথায় হাতুড়ি ঠুকে একেবারেই বুঝিয়ে দেন না।"৬ যদিও নাটকটি সংক্ষিপ্ত,গঠনগত অল্প কিছু ত্রুটি আছে,তবুও বলা যায়,সমাজের দর্পণ রূপে 'চাক ভাঙা মধু' নাটকটিতে স্বাভাবিক পথে শ্রেণী সংগ্রাম,আর্থ সামাজিক অবস্থার চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে নাট্যকার যে সার্থক হয়েছেন এ কথা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্রঃ

১. রায় বাসবী,মজুমদার শুভ্র, নাটকের কথা,নাটকের নানা রং(মনোজ মিত্রের নাটক প্রসঙ্গ),পৃ: ৩১,নাট্য শোধ সংস্থান,জানুয়ারি ২০১৬।
২. তদেব, পৃ:৫০-৫১।
৩. তদেব,পৃ:৫১।
৪. তদেব,পৃ:৫০।

৫. ঘোষ অভিজিৎ কুমার,চাকভাঙা মধু:বিষয়ে বাস্তবতা,গঠনে অভিনবত্ব,রায় অমিত সম্পাদিত আন্তর্জাতিক পাঠশালা,অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫,স্বাধীনতা- উত্তর বাংলা নাট্যচর্চার নানা পথI vol 5,issue 1,ISSN 2230-9594,পৃঃ ২২৩।
৬. সরকার পবিত্র,ভূমিকা,নাট্যকার মনোজ মিত্র,মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র,প্রথম খন্ড,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,মাঘ ১৪০০,জানুয়ারী ১৯৯৪।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১. চাক ভাঙা মধু,মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র,প্রথম খন্ড,মিত্র ওঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,কলকাতা ৭৩,মাঘ ১৪০০,জানুয়ারী ১৯৯৪।

লেখক পরিচিতি:

ড: সোমদত্তা ঘোষ(কর) বর্তমানে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত।